২১.১২.২০২৩

আইটেম নং এম এল. ১১১

সিআরটি.নং.২২

বি.আর

ডাব্লু.পি.এ ২০১৫ সালের ২৫০৮০

অরুণ কুমার দিন্দা

-বনাম-

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্য.

শ্রী অনিন্দ্য বোস

শ্রী মৃদুল বিশ্বাস

...আবেদনকারীর জন্য

শ্রী সুপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়

শ্রী সুমন দে

...রাজ্যের জন্য।

ডাঃ সুতনু কুমার পাত্র

শ্রীমতী সুপ্রিয়া দুবে

.... ডাব্লু বি সি এস এস সি .

আদালতে দায়ের করা পরিষেবার হলফনামা নথিভুক্ত করা হয় ।

আবেদনকারী একজন পদপ্রার্থী ছিলেন এবং সহকারী শিক্ষক পদের জন্যে অংশগ্রহণ করেছিলেন নবম আঞ্চলিক স্তরের নির্বাচন পরীক্ষায় (এ টি)-২০০৮ (সংক্ষেপে, ৯ম আর এল এস টি) ভূগোল বিষয়ের জন্য সহকারী শিক্ষক (পাস) হিসাবে সুপারিশের জন্য। আবেদনকারী পিএইচ প্রতিবন্ধী বিভাগের অধীনে অংশ নিয়েছিলেন (সংক্ষেপে, পিএইচ বিভাগ)।

২০১০ সালে একাধিক রিট মামলা দায়ের করা হয়েছিল। রিট মামলাগুলির সেই ব্যাচগুলিতে, প্রধান বিতর্কটি ছিল পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রীয় স্কুল সার্ভিস কমিশনের (সংক্ষেপে, কেন্দ্রীয় কমিশন) ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সম্পর্কিত এবং আঞ্চলিক স্কুল সার্ভিস কমিশনের (সংক্ষেপে, আঞ্চলিক কমিশন) একটি স্বাধীন মেডিকেল বোর্ড দ্বারা নির্ধারিত প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের সংরক্ষিত বিভাগ থেকে উল্লিখিত ৯ম আরএলএসটি-তে উপস্থিত সফল প্রার্থীদের অক্ষমতার অবস্থা। ৮ অক্টোবর, ২০১৩ তারিখের রায় এবং আদেশের অধীনে, রীট আবেদনের পৃষ্ঠা - ৩৯-এ সংযুক্তি পি-৬-এর অধীনে, যে পদ্ধতিতে এবং প্রকারে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে রিট আবেদনকারীদের সুপারিশের বিষয়ে কাউন্সিলরদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী অনিন্দ্য বোস, রিট আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত হয়ে দাখিল করেছেন যে এই আবেদনকারী ৮ অক্টোবর, ২০১৩ তারিখের সমপদস্থ বেঞ্চের উল্লিখিত রায়ে শ্রেণীভুক্ত ক্যাটাগরি-ডি-এর অধীনে পড়েছিল এবং নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল কীভাবে উল্লিখিত বিভাগের সুপারিশেষ রিট আবেদনকারীদের পরিমাপ করা হবে।

আবেদনকারীর জন্য বিজ্ঞ কৌঁসুলি তারপর রিট পিটিশনের পৃষ্ঠা ১৩১ এ রাজ্যের আপিল মেডিকেল বোর্ড কর্তৃক জারি করা একটি বিজ্ঞপ্তি উল্লেখ করেন এবং জমা দেয় যে উল্লিখিত নোটিশের অধীনে, নির্দিষ্ট সময় ও স্থানে আবেদনকারীকে ২৪ জুন, ২০১৫ তারিখে আপিল মেডিকেল বোর্ডের সামনে উপস্থিত হতে বলা হয়েছিল আবেদনকারীর অক্ষমতা পরিমাপের উদ্দেশ্যে। তারপরে তিনি রিট পিটিশনের পৃষ্ঠা - ১৩২-এ ২৬ আগস্ট, ২০১৫ তারিখে প্রত্যাখ্যান করা প্রজ্ঞপ্তির উল্লেখ করেন, যা থেকে প্রতীয়মান হয় যে ২৮ মে, ২০১৫ তারিখের উল্লিখিত নোটিশ সত্ত্বেও, আবেদনকারী আপিল মেডিকেল বোর্ডের সামনে উপস্থিত না হওয়ায় আঞ্চলিক কমিশন আবেদনকারীর সুপারিশ বাতিল করে।

পিটিশনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী অনিন্দ্য বোস, আরও দাখিল করেছেন যে, যেহেতু ২৮ মে, ২০১৫ তারিখের রিট আবেদনটি পৃষ্ঠা - ১৩১-এ যে নোটিশের পরিপ্রেক্ষিতে আপিল মেডিকেল বোর্ডের সামনে পুরো প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছিল, তা সম্পূর্ণরূপে লঙ্ঘন করেছিল ৮ অক্টোবর, ২০১৩ তারিখের সমপদস্থ বেঞ্চের রায়কে, আবেদনকারী আপিল মেডিকেল বোর্ডের সামনে উপস্থিত হননি, অন্যথায় এটি অনুমান করা যেত যে আবেদনকারী আপিল মেডিকেল বোর্ডের উল্লিখিত নির্দেশনা

গ্রহণ করেছেন যা ৮ই অক্টোবর, ২০১৩ তারিখের সমপদস্থ বেঞ্চের উল্লিখিত রায়ের খেলাফ ছিল।

আবেদনকারী অবিলম্বে ১৪ই সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখে বা তার কাছাকাছি সময়ে ২৪শে মে, ২০১৫ তারিখের উল্লিখিত নোটিশ এবং ২৬শে আগস্ট, ২০১৫ তারিখের উল্লিখিত বিভ্রান্তিকর সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে তাত্ক্ষণিক রিট আবেদনটি দায়ের করেন।

তারপর আবেদনকারীর জন্য বিজ্ঞ কৌঁসুলি ২২শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩, ৬ অক্টোবর, ২০২৩ এবং ২৯শে নভেম্বর, ২০২৩ তারিখের আদেশের উপর নির্ভর করে, যা ২০২২ সালের এফএমএ ১৩৯৮-এ মাননীয় ডিভিশন বেঞ্চ দ্বারা পাস করা হয়েছিল এবং এটি উল্লেখ করে তিনি দাখিল করেন যে একই পরিস্থিতিতে, মাননীয় ডিভিশন বেঞ্চ আপিলকারীদের আপিল মেডিকেল বোর্ডের সামনে মেডিকেল পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি দিয়েছেন এবং কৌঁসুলিকে সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। বিজ্ঞ আইনজীবী তখন দাখিল করেন যে এই আবেদনকারীকেও একইভাবে প্রার্থী করা হয়েছে এবং তাই, এই রিট আবেদনকারীকেও আপিল মেডিকেল বোর্ডের সামনে চিকিৎসা প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করার অনুমতি দেওয়া হোক।

বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রীমতী সুপ্রিয়া দুবে, ডক্টর সুতনু কুমার পাত্রের নেতৃত্বে উত্তরদাতা নং ২ থেকে ৬-এর পক্ষে উপস্থিত হয়ে দাখিল করেছেন যে ৯ম আরএলএসটি -এর জন্য প্রাসঙ্গিক প্যানেলের মেয়াদ ১৯ জুলাই, ২০১০-এ শেষ হয়ে গেছে। তিনি ১৫ মে, ২০১৫ তারিখে আঞ্চলিক কমিশন দ্বারা জারি করা একটি বিজ্ঞপ্তি উল্লেখ করেছেন, পরিশিষ্ট পি - ৯ রিট আবেদনের ১২৫ পৃষ্ঠায় এবং দাখিল করে যে এমনকি পূর্বেও আবেদনকারীকে আপিল মেডিকেল বোর্ডের সামনে উপস্থিত হওয়ার জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল, তবে আবেদনকারী উপস্থিত হননি। তারপর ২৬ মে, ২০১৫ তারিখে আবেদনকারীর বিজ্ঞ আইনজীবীর মাধ্যমে তার পক্ষে লেখা রিট আবেদনের ১২৬ পৃষ্ঠায় একটি চিঠি উল্লেখ করেন তিনি যেখান থেকে প্রতীয়মান হয় যে আবেদনকারী ইতিমধ্যেই ৮ই অক্টোবর, ২০১৩ তারিখের সমপদস্থ বেঞ্চের উল্লিখিত রায়ের আবেদন গ্রহণ করে একটি আপত্তি উত্থাপন করেছিলেন। এমনকি এর পরেও ২৮ মে, ২০১৫

তারিখের উল্লিখিত নোটিশটি আপিল মেডিকেল বোর্ড দ্বারা জারি করা হয়েছিল যাতে আবেদনকারীকে রিট আবেদনের ১৩১ পৃষ্ঠার সংযুক্তি পি - ১০ এর সামনে উপস্থিত হতে বলা হয় এবং তিনি আবার আপিল মেডিকেল বোর্ডের সামনে উপস্থিত হতে ব্যর্থ হন এবং ২৬শে আগস্ট, ২০১৫ তারিখে জ্ঞাপনের মাধ্যমে তাকে অসম্পূর্ণ সিদ্ধান্তটি জানানো হয়েছিল ।

তিনি দাখিল করেছেন যে ২০১০ সালে মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়া একটি প্যানেল সম্পর্কিত সমস্যাটি এই তথ্য এবং পরিস্থিতিতে পুনরায় খোলা যাবে না। তাই রিট পিটিশন বরখাস্ত হওয়া উচিত ।

বিজ্ঞ রাজ্য কৌঁসুলি শ্রী সুমন দে, উত্তরদাতা নং ১ এর পক্ষে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি রিট আবেদনটি খারিজ করার জন্য প্রার্থনা পুনর্নবীকরণের রাইডার সহ কাউন্সিলের জন্য বিজ্ঞ কৌঁসুলি মিসেস দুবে-এর সম্পূর্ণ দাখিল গ্রহণ করেন।

২৬শে মে, ২০১৫ তারিখে লিখিতভাবে পক্ষগুলির প্রতিদ্বন্দ্বী বিবাদ বিবেচনা করার পরে এবং রেকর্ডে থাকা উপকরণগুলি পর্যালোচনা করার পরে, এটি প্রতীয়মান হয় যে প্রাথমিকভাবে ১৫ই মে, ২০১৫ তারিখের প্রথম বিজ্ঞপ্তি, রিট পিটিশনের পৃষ্ঠা-১২৫-এর সংযুক্তি পি-৯ আবেদনকারীর পক্ষে অসম্মতিত করা হয়েছিল । ২৮শে মে, ২০১৫ তারিখের দ্বিতীয় নোটিশটি তখন জারি করা হয়েছিল, রিট পিটিশনের ১৩১ পৃষ্ঠায় সংযুক্তি পি-১০। আবার আবেদনকারী আপিল মেডিকেল বোর্ডের সামনে উপস্থিত না হওয়াই বেছে নিয়েছিলেন এবং সুপারিশ বাতিল করার জন্য অপ্রীতিকর সিদ্ধান্তটি ২৬ আগস্ট, ২০১৫ তারিখে আঞ্চলিক স্কুল সার্ভিস কমিশন দ্বারা নেওয়া হয়েছিল। একটি স্পষ্ট এবং সবচেয়ে বাস্তব সত্য হল যে নবম আরএলএসটি -এর প্যানেলের মেয়াদ ১৯শে জুলাই, ২০১০ তারিখে শেষ হয়ে গেছে।

এটা সত্য যে রিট আবেদনটি ২০১৫ সালে দাখিল করা হয়েছিল এবং অবশেষে ২০২৩ সালে আজ শুনানির জন্য নেওয়া হয়েছে। তারপরও এই আদালত বিবেচনা করে যে, একটি প্যানেল যার ১৯শে জুলাই, ২০১০ তারিখে মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে, যদি এই রিট আবেদনে কোন পরিত্রান মঞ্জুর করা হয় তবে সেটি এক অর্থে একটি মেয়াদোত্তীর্ণ প্যানেলকে নতুন জীবন দেওয়া যা আইন এবং ন্যায়ে অনুমোদিত নয়।

মাননীয় ডিভিশন বেঞ্চ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ থেকে: বিষয়ে ঃ তরুণ মন্ডল-বনাম- পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্য উপরে উল্লিখিত হিসাবে, এই আদালতে প্রতীয়মান হয় যে আপীল মেডিকেল বোর্ডটি প্রাসঙ্গিক সময়ে মোটেই গঠিত হয়নি, সুতরাং, মাননীয় আপিল আদালতের অন্তর্গত প্রার্থীরা আপিলের মেডিকেল বোর্ডটির সামনে উপস্থিত হওয়ার সুযোগও পাননি। এটি একটি স্পষ্ট পার্থক্যকারী তথ্য, যা তাত্ক্ষণিক মামলায়ে নেই। তাত্ক্ষণিক মামলায়ে, মেডিক্যাল আপিল ট্রাইব্যুনাল নিজেই বারবার নোটিশ জারি করে আবেদনকারীকে তার সামনে নিজেকে উপস্থাপন করতে বলেছে এবং আবেদনকারী তা না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাই, ইনট্যাঁর আলিয়া এফএমএ ২০২২-এর ১৩৯৮-এ মাননীয় ডিভিশন বেঞ্চের অনুপাত ও নির্দেশনা অনুযায়ী, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে: তরুণ মণ্ডল-বনাম- পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্য এই মামলার বাস্তব পরিস্থিতির এবং তথ্য এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। .

যদিও এই আদালত তার ক্ষমতা প্রয়োগ করে ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২২৬ এর অধীনে তার ন্যায়সঙ্গত এখতিয়ারও প্রয়োগ করে, যা অনেকটাই তথ্যের উপর নির্ভর করে।

১৯ জুলাই, ২০১০-এ দীর্ঘ মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়া একটি মেয়াদোত্তীর্ণ প্যানেলকে নতুন জীবন দেওয়ার জন্য একটি ন্যায় ব্যবহার করা উচিত নয়। যদি এই ধরনের মেয়াদ শেষ হওয়া প্যানেলটি এখন হস্তক্ষেপ করা হয়, তাহলে এটি যারা ইতিমধ্যে ২০১০ সাল থেকে নিযুক্ত হয়েছেন সেইসকল সফল প্রার্থীদের উপরও ব্যাপক জোর প্রভাব ফেলবে।

উল্লিখিত বিগত কারণ ও আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, এই আদালত বিবেচিত মনে করেন যে, এই রিট আবেদনটি যেকোনো যোগ্যতাবিহীন।

তদনুসারে, এই রিট আবেদন, ডব্লিউপিএ ২০১৫ সালের ২৫০৮০ বরখাস্ত করা হয়েছে কোনো খরচের আদেশ ছাড়াই ।

(বিচারপতি অনিরুদ্ধ রায়।)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।